যুগান্তর

তারিখ ... 28 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

গ্রেডিং পদ্ধতি চূড়ান্ত হয়নি

উদ্বিগ্ন ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কবে নাগাদ তা পরিমার্জিত ও প্রয়োগ হবে তা কেউ বলতে পারছেন না। অথচ এসএসসি পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস বাকি। আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন নাকি প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসৃত হবে তা অনিশ্চিত থাকায় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিগগিরই গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করা হবে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আসন্ন পাবলিক পরীক্ষায় নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সর্বনিম্ন 'এফ' বা ফেল গ্রেডের নম্বর পরিধি ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৪০ নম্বর এবং পরবর্তী সময়ে ১০ নম্বর করে মোট সাতটি ধাপে নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত গ্রেডিং সংক্রান্ত এক সেমিনারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীসহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এফ গ্রেডকে আগের মতোই রেখে ২০ নম্বরের ব্যবধানের 'এ-প্লাস' ও 'এ' গ্রেডকে ১০ নম্বরের ব্যবধানে ভেঙে মোট আটটি ধাপ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছেন কয়েকজন। তাদের যুক্তি, 'এফ' গ্রেডের পরিধি বাড়িয়ে 'পাস নম্বর ৩৩'-এর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভাঙা ঠিক হবে না এবং এতে করে ফেলের হার আরও বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে 'এ-প্লাস' গ্রেডের নম্বর পরিধি অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। তাদের মতে, শিক্ষার্থীদের হতাশা দূর করা যেহেতু গ্রেডিং প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাই এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনা ঠিক হবে না। কেননা বিজ্ঞানের কিছু বিষয়ে ৯০-এর ওপরে নম্বর পাওয়া সম্ভব হলেও মানবিক ও ব্যবসায় শাখায় অধিকাংশ বিষয়ে তা অসম্ভব। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রেডিং সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আরও একাধিক সেমিনারের মাধ্যমে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকাভিত্তিক ফল প্রকাশের প্রচলিত পদ্ধতির স্থলে ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলন করা হয়। ২০০৩

গ্রেডিং : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৭

গ্রেডিং : পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাল থেকে এইচএসসিতে তা কার্যকর করা হবে। এ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে এ বছরের প্রথমভাগে গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'এফ' গ্রেড ০ থেকে ৪০ এবং পরবর্তী সময়ে ১০ নম্বরের ব্যবধানের গ্রেডিং পদ্ধতি অধিক যুক্তিযুক্ত এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এসএসসির সমপর্যায়ে ও লেভেলে যে গ্রেডিং পদ্ধতি তারও এফ গ্রেডের পরিধি ৪০ এবং পরবর্তী সময়ে প্রতিটি গ্রেডের ব্যবধান ১০ নম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে যে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে সেখানেও এফ গ্রেডের পরিধি নম্বর ৪০। পরবর্তী সময়ে ৮০ নম্বর পর্যন্ত পাঁচ নম্বরের ব্যবধানে আটটি ধাপ রয়েছে এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি নম্বর পাওয়া সম্ভব হবে। আর নম্বর ওঠে না বলে যে অভিযোগ আছে সেজন্য প্রশ্ন পদ্ধতির পরিবর্তন আনা উচিত।

আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র কোন্ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোঃ ফরহাদ জানান, এখনও নতুন নির্দেশনা সংবলিত কোন চিঠি আমরা পাইনি। এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত আমাদের জানানো হলে আমরা তা ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জানানোর ব্যবস্থা করব।